পাবিপ্রবি'র সব দুর্নীতির সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচার চান রাজনীতিবিদরা

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক, পাবনা

পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের যানবাহন পোড়ানোর মামলায় কোন অগ্রগতি নেই। ইতোমধ্যেই গড়িয়ে গেছে সাড়ে আট মাস। দুর্বৃত্তরা অপকর্ম করে বীরদর্পে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ইতোমধ্যেই মামলার তদন্তকারী অফিসারের পরিবর্তন হয়েছে।

গত বছরের (২০১৬ খ্রি.) ২৭ আগস্ট রাত বারোটা থেকে চল্লিশ মিনিটব্যাপী একদল বিক্ষুব্ধ ছাত্র নামধারী সন্ত্রাসী বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব পরিবহন একটি মাইক্রোবাস, একটি মিনিবাস ও একটি পিকআপ ভ্যানে আগুন লাগিয়ে ভস্মীভূত করে। তারা বিদ্যুৎ না থাকার অজুহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান গেইটের সামনে সমবেত হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের বিরুদ্ধে স্লোগান দেয়। বিক্ষোভকারীরা পাবনা-ঢাকা মহাসড়ক অবরোধ করে এবং কয়েকটি পাবলিক যানবাহনে ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করে ক্ষতি সাধন করে।

পরদিন ২৮ আগস্ট এ ব্যাপারে পাবনা সদর থানায় বাদী হয়ে মামলা দায়ের করেন অতিরিক্ত রেজিস্ট্রার বিজন কুমার ব্রহ্ম। মামলাটির প্রথম তদন্তকারী অফিসার ছিলেন সাব ইন্সপেক্টর মাহফুজুর রহমান। মাহফুজুর রহমান বদলি হয়ে গেলে পরে মামলাটির তদন্তের দায়িত্ব বর্তায় সাব ইন্সপেক্টর লিটন কুমার পোদ্দারের ওপর। লিটন কুমার পোদ্দার জানান, মামলাটি এখনও তদন্তাধীন। একটি সূত্র জানায়, মামলায় গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য পাওয়া গেছে। তবে তা প্রকাশ করার সময় এখনই হয়নি। এই ঘটনার ইন্ধন বা উস্কানিদাতাকেও শনাক্ত করা সম্ভব হবে বলে সূত্রটি দাবি করেছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনা পরিষদ (রিজেন্ট বোর্ড) এই ঘটনাটি তদন্ত করার জন্য ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি অনুষদের ডিন মো. সাইফুল ইসলামকে প্রধান করে ৭ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করে দেয়। তদন্ত কমিটির অন্যান্য সদস্যগণ হচ্ছেন, কিসলু নোমান সহকারী অধ্যাপক সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, ডক্টর কামরুজ্জামান সহযোগী অধ্যাপক ব্যবসায় প্রশাসন, মো. আনোয়ার হোসেন সহকারী অধ্যাপক ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন বিভাগ, ডক্টর আবদুল আলীম সহযোগী অধ্যাপক বাংলা বিভাগ, ডক্টর হাবিবুল্লাহ সহযোগী অধ্যাপক ইতিহাস ও বাংলাদেশ স্টাডিজ এবং সভাপতি, শিক্ষক পরিষদ। রিজেন্ট বোর্ড এই তদন্ত কমিটিকে এক মাস সময়ের মধ্যে রিপোর্ট জমা দেয়ার জন্য সময় বেধে দেয়। কয়েক দফা সময় বাড়ানোর পর সর্বশেষ সময় বাড়িয়ে তা ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু এই রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত তদন্ত কমিটি রিপোর্ট প্রদান করেনি। পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা অনিয়ম ও

সব : পৃষ্ঠা ২ ক : ৭

সব : দুর্নীতির

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

দুর্নীতির সুষ্ঠু তদন্ত এবং যানবাহন পোড়ানোর ঘটনা তদন্ত করে দোষীদের শাস্তি প্রদানের দাবি করেছেন পাবনার রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ।

পাবনা আইনজীবী সমিতির সাধারণ সম্পাদক ও জেলা আওয়ামী লীগের দফতর সম্পাদক অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ আহাদ বাবু বলেন, 'জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকারের সময় প্রতিষ্ঠিত পাবনার মানুষের প্রাণপ্রিয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল অপকর্ম ও দুর্নীতির সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচার ' চাই'। তিনি বলেন, 'দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়ার পরও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এবং সরকারের প্রশাসন যানবাহন পোড়ানোর মামলাটি তদন্ত করে দোষীদের শাস্তি দিতে পারেনি। এই দীর্ঘসূত্রতা বিচারহীনতার সামিল'।

এ ব্যাপারে সাবেক সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা জাতীয় পার্টির পাবনা জেলা সভাপতি মকবুল হোসেন সন্টু বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের যানবাহন পোড়ানোর ঘটনাটি ছিল ন্যাক্করজনক। আমরা ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত করে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করি।' তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল অনিয়ম-দুর্নীতিরও তদন্ত দাবি করেন।

জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক হাবিবুর রহমান তোতা বলেন, আমরা পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদালয়ের যানবাহন পোড়ানোর তীব্র নিন্দা করি এবং যথাযথ শাস্তি দাবি করি'।

জেলা গণতন্ত্রী পার্টির সভাপতি সুলতান আহমদ বুড়ো বলেন, 'পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় পাবনার গণমানুষের প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠান নিয়ে যারা দুর্বৃত্তায়ন করছে তাদের শাস্তি চাই'। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল প্রকার দুর্নীতির বিচার দাবি করেন।

জেলা ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি জাকির হোসেন বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ভালই চলছিল। বর্তমানে একটি দুর্বৃত্ত চক্র এটিকে ব্যবসা কেন্দ্রে পরিণত করেছে। শিক্ষক নিয়োগ থেকে শুরু করে ছাত্র ভর্তি- সকল ক্ষেত্রে দুর্নীতি'। এই দুর্নীতির হোতাদের শাস্তি দাবি করে তিনি বলেন, 'যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের যানবাহন পোড়ালো তাদের খুঁজে বের করা' না যাওয়ার ব্যর্থতা সকলের। অর্থাৎ যারা সরকারী প্রশাসনে এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনে আছেন।'

ন্যাপ-এর জেলা সভাপতি রেজাউল করিম মণি পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় দুর্বৃত্তদের কবলমুক্ত করে যানবাহন পোড়ানোর ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচার দাবি করেন।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.....
তারিখ.....
চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ
সিস্টেম ম্যানেজার
সিনিয়র সিস্টেম এনালিষ্ট
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পি.এ.
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর